ইত্তেফাক

৯৪

তারিখ ৩।১১।৮১
পৃষ্ঠা

মেডিক্যাল ভর্তিচ্ছু ছাত্রীদের প্রসঙ্গ

ডাইরেক্টরেট অব মেডিক্যাল এডুকেশন এণ্ড হসপিটাল, বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৮১-৮২ শিক্ষা বৎসরে প্রথম বর্ষ এম, বি, বি, এস শ্রেণীতে ভর্তির নিয়মাবলীর ২নং ধারায় জানানো হইয়াছে যে, ভর্তির জন্য প্রার্থীদিগকে এস, এস, সি এবং এইচ, এস, সিতে অন্ততঃ ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে হইবে; আবার ৩নং ধারায় বলা হইয়াছে ১২ শত নম্বর (দুইটা প্রথম বিভাগের নম্বর) না পাইলে প্রার্থীদের দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না। এ নিয়ম দুইটি পরস্পর বিরোধী।

বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া সরকার মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রীদের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ আসন সংরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জানানো হইয়াছে যে, ৬০% প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে ছাত্রী পাওয়া না গেলে সে স্থলে ছাত্র প্রার্থী গ্রহণ করা হইবে। ইহা স্পষ্টতঃ পূর্ব ঘোষিত সরকারী নীতিমালার পরিপন্থী।

এদিকে এই ব্যবস্থার ফলে বহুসংখ্যক ছাত্রী প্রার্থী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে দরখাস্ত জমা দিতে পারে নাই। বহু ছাত্রী মাত্র ৩, ৪, ৫, ৭ নম্বরের জন্য এমনকি আমার নিজের মেয়ে মাত্র ১ (এক) নম্বরের জন্য ভর্তির ফরম জমা দিতে পারিতেছে না। অথচ সরকারী নিয়মাবলী মোতাবেক প্রার্থীদিগকে ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা এবং ৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। কিন্তু সরকারের বর্তমান নিয়মের ফলে বহুসংখ্যক ছাত্রীই উক্ত দুই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়া নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। আর একটি কথা। ছেলেরা মেডিক্যাল ছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি ইত্যাদি পড়িতে পারে; বড় বড় শহরে গিয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে অনার্স পড়ায় সুযোগ পায়। কিন্তু মেয়েদের বেলায় এইসব সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমাবদ্ধ। সেহেতু মেয়েদের সংরক্ষিত আসন ছেলেদের দ্বারা পূর্ণ করা মোটেই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত নয়। মেয়েরা মেডিক্যাল পড়িতেই বেশী আগ্রহী। ওটাই ওদের জন্য ভাল ও ভদ্র পেশা। দেশে মহিলা ডাক্তারেরও প্রয়োজন অনেক। তাহাছাড়া মহিলা ডাক্তারেরা বিদেশে পাড়ি জমায় না—গলাকাটা ডাক্তারও হয় না। মায়ের জাতি বলিয়া তাহাদের মনে কিছুটা দয়ামায়া রহিয়াছে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া অন্যান্য বছর মেয়ে প্রার্থীদের জন্য এই নিয়ম কিছুটা শিথিল করতঃ "সেকেণ্ড কলে" মেয়েদের ভর্তির ফরম জমাদানের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। এবারেও সেই ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ আবেদন রাখিতেছি।